দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

38

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা কাটেনি

সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা ।। ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত ।। উপাচার্য লাঞ্ছিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ২৯শে আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ছাত্রলীগ ও শিক্ষক সমিতির ডাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতর ধর্মঘটের ফলে ক্যাম্পাস আরও অচল হয়ে পড়েছে। সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে আগাচ্ছে। আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠনের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের দ্বারা উপাচার্য প্রফেসর ইনাম উল হক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। এই ঘটনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৭ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত নিজস্ব টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও উপাচার্যের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আফসার আলী ও বর্তমান কমিটির নেতা জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া থানায় উপাচার্য বাদি হয়ে একটি মামলা করেছেন।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে বাসা ভাড়া ও মান্টা গমন বাবদ অতিরিক্ত সুবিধা নেয়ার অভিযোগ এসেছে আন্দোলনকারী মহল থেকে। অবৈধ প্রমোশন দেয়াকে তারা উপাচার্যের দুর্নীতি বলে আখ্যায়িত করেছে। যোগ্যতাও সময় পূর্ণ না হওয়ার পর সরকার সমর্থিত দু'জন শিক্ষককে সহযোগী অধ্যাপক, জিয়া পরিষদের কয়েকজন শিক্ষককে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান, জামাতপন্থী কয়েকজন শিক্ষকের প্রমোশনের বিষয়টা দুর্নীতি হিসেবে সামনে এসেছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে কথা বললে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রথমসারির কর্মকর্তা জানান, শিক্ষক সমিতির মধ্যে ভিন্নমতের শিক্ষক থাকলেও নিজের স্বার্থগত কারণে প্রেসার দিয়ে প্রমোশন নিয়েছেন। তিনি আরও জানান, এই সকল ঘটনায় উপাচার্যকে এককভাবে দোষারোপ করা যায় না, কারণ নির্দিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়েছে।

সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপাচার্যের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ না পাওয়ায় তাকে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর। এ ব্যাপারে ১৬ই আগস্ট শিক্ষামন্ত্রীর সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক বৈঠকে বসলে উপাচার্যের দুর্নীতি নিয়ে একটা ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন ও শিক্ষকদের প্রতি ধর্মঘট প্রত্যাহার ও ক্লাসসমূহ নেয়ার আহ্বান জানান।

১৭ই আগস্ট ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের সাবেক সভাপতির (আফসার আলী) সহযোগিতা এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন ভাতার বিলে অনুমোদনের জন্য পুলিশী স্কট ছাড়াই ক্যাম্পাসে যান এবং অফিসের তালা ভেঙে অফিসে প্রবেশ করেন। পরে আন্দোলন-কারীদের প্রতিরোধের মুখে উপাচার্য শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। তাকে জোর করে সাদা কাগজে পদত্যাগের স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। ভিসির গাড়ি এবং ৯৭ লাখ টাকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আন্দোলনকারীদের বিক্ষুব্ধ কর্মীদের দ্বারা ভাঙচুর হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শী ও গোয়েন্দা সংস্থা (এন,এস, আই) সূত্রে জানা গেছে।

ভিসির ভাড়াটিয়া বাহিনী বনাম আন্দোলনকারী ঃ আন্দোলনকারীরা তাদের বিরুদ্ধে উপাচার্যের ভাড়াটিয়া বাহিনী ব্যবহারের অভিযোগ এনেছে। স্থানীয় ঐক্যজোট যার মধ্যে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বামপন্থী, মৌলবকাদী সবাই রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এরা বিভিন্ন জিনিসপত্রের দোকান করে ব্যবসা করে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ায় তারা বেকার হয়ে পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে আন্দোলন করে। এটা আন্দোলনকারীদের বিপক্ষে এক সময় চলে যায়। ঐ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর শ'দেড়েক কর্মচারী তাদের বেতন ভাতার ফাইল প্রস্তুতের জন্য ক্যাম্পাসে আসে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর সাথে শিক্ষক সমিতির আলোচনার পর সবাই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সম্পর্কে মানসিকভাবে আশ্বস্ত হয়েছিল কিন্তু ১৭ তারিখের ঘটনায় সবাই আবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে। শিক্ষক সমিতি ও ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম আহমেদ বাদল, প্রচার সম্পাদক মীর মোর্শেদ উপাচার্যের পদ-ত্যাগই একমাত্র সমাধানের পথ বলে জানিয়েছেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বিএনপি, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য উপাচার্যকে লাঞ্ছিত ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের নিন্দা জানিয়েছে। এই সকল সংগঠন ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন রক্ষার জন্য অনতিবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন।

মামলা পাল্টা মামলা ঃ উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতিসহ দু'জনের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া সদর থানায় উপাচার্য বাদি হয়ে মামলা করেছেন। উপাচার্যকে আসামী করে ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী মামলা করতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুপস্থিতির জন্য মামলা নেয়া সম্ভব হয়নি বলে থানা সূত্রে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার ৫৫ দিন চলছে। শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশকে আন্দোলনকারীরা পাত্তা দিচ্ছেন না, তারা চেয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকে।